১১.৩ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

পবিত্রভূমি জেরুজালেমের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ইউরোপের খ্রিস্টান ও প্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে একাদশ থেকে এয়োদশ শতক পর্যন্ত ২০০ বছরব্যাপী যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তা ইতিহাসে ক্রুসেড নামে পরিচিত। মধ্যযুগে এশিয়া ও ইউরোপের ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণ তাদের ধর্মীয় নেতা পোপের নির্দেশে বুকে ক্রস চিহ্ন নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ক্রসকেই যুদ্ধের পতাকাতে ব্যবহার করেছিল বলেই ইতিহাসে এ যুদ্ধ ক্রুসেড নামে পরিচিত। প্রচ্যের মুসলমান ও ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের মধ্যকার দীর্ঘকালের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এই ধর্মযুদ্ধে। তাই এর কারণ যেমন বহুবিধ ছিল তেমনি এর ফলাফলও ছিল সুদূরপ্রসারী।

ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট : ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেছেন যে, "চার্চের ক্রস, সৈনিকের তরবারি এবং বণিকদের অর্থভাণ্ডার মিলিত হয়ে ক্রুসেডের সূত্রপাত করেছিল।" ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গেলে আরবজাতি ও সেলজুক তুর্কিদের উল্লেখ করতে হয়। সপ্তম শতক থেকে জেরুজালেমের উপর আরব মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের বিশেষ সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হয়নি। কিন্তু একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়পর্বে সেলজুক তুর্কিদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে পরিস্থিতি পালটে যায়। ধর্মীয় উদারতা না থাকার ফলে সেলজুক তুর্কিরা খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা তাদের উপর অত্যাচারের কথা ইউরোপে প্রচার করলে এক তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট রচিত হয়।

ক্রুসেডের জন্য পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বান

অন্য দিকে তৎকালীন পোপ দ্বিতীয় আরবান সপ্তম গ্রেগরির ন্যায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছিলেন। একাদশ শতকে রোমান সম্রাটের সঙ্গে পোপের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছিল। পোপ এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সম্রাটের উপর প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে জেরুজালেম অধিকৃত হলে

সম্রাটের ক্ষমতার বিস্তৃতি ঘটবে ভেবে সম্রাটও ক্রুসেডারদের উৎসাহিত করেন। এভাবে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল।

ক্রুসেডের ঘটনাপ্রবাহ : ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ আরবান দ্বারা ফ্রান্সের ক্লেরমন্ট শহরে আহূত ধর্মসভায় মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র জেরুজালেম নগরী উদ্ধার কল্পে ধর্মযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর থেকে পোপ ও তার অনুগামীদের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ করা যায়। এর পরবর্তীতে শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস, যা প্রায় ২০০ বছর ধরে চলেছিল। ঐতিহাসিকগণ ক্রুসেডের ঘটনাবলিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

প্রথম পর্যায় : ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল ক্রুসেডের প্রথম পর্যায়। এই পর্বে ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণ ওয়াল্টার পিটার, গডফ্রে, বলডুইন, রেমন্ড ও স্টিফেন হেনরির নেতৃত্বে জেরুজালেম উদ্ধারকল্পে অগ্রসর হন। পিটার থারমিটের নেতৃত্বে একদল বাহিনী সেলজুক তুর্কি সুলতান কিলিজ আরসালানকে পরাজিত করে তাঁর রাজধানী নাইসিয়া দখল করে। এর পরবর্তীতে রেমন্ডের নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা অ্যান্টিওক দখল করে ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দে। তুলুসের কাউন্ট রেমন্ডের নেতৃত্বে ৪০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী ১০৯৯ খ্রিসটাব্দে জেরুজালেম দখল করে। গডফ্রেকে জেরুজালেমের শাসক হিসাবে মনোনীত করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ক্রুসেডারগণ মুসলমানদের হাত থেকে বহু অঞ্চল অধিকার করেন, তার মধ্যে এডেসা, অ্যান্টিওক, জেরুজালেম ও ত্রিপোলিতে খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে জঙ্গি রাজবংশের ইমামউদ্দিন জঙ্গির নেতৃত্বে মুসলমানরা ক্রুসেডারদের উপর আক্রমণ হানে এবং এডেসা দখল করে। সিরিয়া থেকেও খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করা হয়। ইমামউদ্দিন জঙ্গির আক্রমণে ক্রুসেডাররা পিছু হঠতে থাকে এবং এভাবেই ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পর্যায়ের ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় পর্যায় (১১৪৬-১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে) : ইমামউদ্দিন জঙ্গির পুত্র নুরুদ্দিন জঙ্গি পুনরায় খ্রিস্টানদের কাছ থেকে এডেসা অধিকার করে নিলে তা উদ্ধারের জন্য জার্মানির রাজা দ্বিতীয় কনরাড ও ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুই-এর নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করে। এই সময় আইয়ুবি বংশের সালাউদ্দিন আইয়ুবি মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে হিট্টিনের যুদ্ধে ২০,০০০ ফরাসি সৈন্য নিয়ে গঠিত বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। একে-একে এডেসা, অ্যান্টিওক ও ত্রিপোলি থেকে খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করেন। অবশেষে জেরুজালেমও তিনি দখল করেন। জেরুজালেমের পতনের পর ইউরোপে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়—যা তৃতীয় ক্রুসেডকে অনিবার্য করে তোলে।

তৃতীয় পর্যায় (১১৯৫-১২৯১ খ্রিস্টাব্দে) : তৃতীয় ক্রুসেডে ইউরোপীয় খ্রিস্টান বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন জার্মানির রাজা ফ্রেডারিক বারবারোসা, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস এবং ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড। বারবারোসা সাইলেশিয়ার একটি নদী অতিক্রম করতে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন। অবশেষে ইংল্যান্ডের রিচার্ডের নেতৃত্বে ক্রুসেডারগণ জেরুজালেম অবরোধ করে। দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলার পর কোনো পক্ষই সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

ইউরোপীয় ক্রুসেড

১২০২ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেডের সূচনা হয়েছিল। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের নির্দেশে ইতালীয় বণিকরাই এই ক্রুসেডে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করার তুলনায় বাইজানটাইনের উপর আধিপত্য বিস্তারে তারা তৎপর ছিল কারণ তা হলেই তাদের বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপিত হবে। যাই হোক চতুর্থ ক্রুসেডের উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছিল এই পর্বের ক্রুসেড।

১২১৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের আবেদনে পঞ্চম ক্রুসেড পরিচালিত হয়েছিল। এই ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাঙ্গেরির শাসক অ্যান্ড্রু।

১২২৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের নেতৃত্বে ষষ্ঠ ক্রুসেড পরিচালিত হয়েছিল।

১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা নবম লুই-এর নেতৃত্বে সপ্তম ক্রুসেড পরিচালিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১২১২ খ্রিস্টাব্দে একটি মর্মস্পর্শী শিশুক্রুসেড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জেরুজালেমকে মুক্ত করার এই ক্রুসেডে বালকদেরকে ঢাল হিসাবে সামনে রাখা হয়েছিল। পরে ইতালীয় বণিকরা আরবদের কাছে এই শিশুদের বিক্রি করে দেয়। এভাবে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলমানগণ খ্রিস্টানদের নিকট থেকে অধিকাংশ অধিকৃত স্থান পুনর্দখল করলে ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১১.৩.১ ক্রুসেডের কারণসমূহ

ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি কারণেই ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল। এই কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল—

১. ধর্মীয় কারণ

(ক) জেরুজালেম পবিত্র রাখার প্রশ্ন : হজরত ওমরের সময় থেকে ইসলামের সম্প্রসারণের কাজ চলছিল রাজ্য বিজয় ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে। আমর ইবনে আল আস কর্তৃক জেরুজালেম অধিকৃত হলে খ্রিস্টান জগতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কারণ যিশু খ্রিস্টের জন্মভূমি জেরুজালেম খ্রিস্টানদের কাছে পবিত্র ভূমি হিসাবে গণ্য হত। অন্যদিকে জেরুজালেম হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর মিরাজ গমনের স্থান। তাই এটি মুসলিমদের কাছেও পবিত্র ভূমি হিসাবে গণ্য হত। একইভাবে জেরুজালেম হজরত মুসা ও দাউদের (আ) স্মৃতি বিজড়িত স্থান হওয়ায় ইহুদিদের নিকটও এটি পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য হত। ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমীয় খলিফা আল হাকিম খ্রিস্টানদের পবিত্র সমাধি ও গির্জা ধ্বংস করে দিলে খ্রিস্টানরা ধর্মীয় ভাবে আহত হয় এবং তারা এর প্রতিবিধানের চিন্তা করতে থাকে।

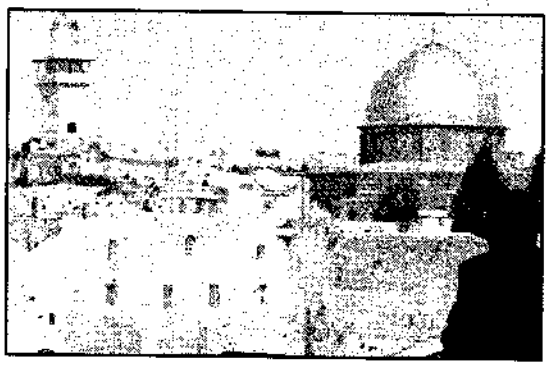

জেরুজালেম

(খ) পোপের আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা : একাদশ শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক গির্জা ও গ্রিক গির্জার মধ্যে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা চলছিল। রোমান ক্যাথলিক গির্জার ধর্মগুরু পোপ গ্রিক খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বীকৃতি দেননি। তিনি গ্রিক খ্রিস্টানদের নাস্তিক বলে মত প্রকাশ করেন। গ্রিক খ্রিস্টানদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গোপন ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। খ্রিস্টানদের ঐক্যবদ্ধ করার উপায় হিসাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু করার পথ বেছে নেন।

(গ) তীর্থযাত্রায় বাধা প্রদান : খ্রিস্টানদের একটি পবিত্র কর্ম ছিল তীর্থযাত্রায় জেরুজালেমে আসা। প্রথম পর্বে মুসলমানরা ধর্মসহিষ্ণু ছিলেন বলে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু একাদশ শতক থেকে সেলজুক তুর্কিরা তীর্থযাত্রীদের বাধা প্রদান করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্যাতনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার আপন গতিতে গতিহীন হয়ে উঠেছিল।

২. অর্থনৈতিক কারণ

(ক) অর্থনৈতিক সংকট : দশম শতাব্দী থেকে ইউরোপের খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। মুসলমানগণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করায় ইউরোপে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। দশম শতাব্দী থেকে ইউরোপে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষির উপর ক্রমাগত চাপ পড়ে এবং বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনিশ্চিত জীবিকার প্রশ্ন বিক্ষুব্ধ করে তোলে এক বৃহৎ অংশকে।

(খ) সামাজিক অস্থিরতা : অর্থনৈতিক সংকট সামাজিক ক্ষেত্রে নিদারুণ অস্থিরতার জন্ম দেয়। এই অস্থিরতাকে বৃদ্ধি করে সামন্ততন্ত্রের একটি বিধান। এই বিধান যাতে পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় লুঠতরাজ ছাড়া তাদের সামনে কোনো পথ খোলা ছিল না। এভাবে ইউরোপীয় সমাজ ক্রমে গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। এই অবস্থায় সামাজিক সংহতি রক্ষার জন্য পোপ অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাকে ধর্মযুদ্ধের খাতে প্রবাহিত করার জন্য সচেষ্ট হলেন।

(গ) বণিক স্বার্থ সংরক্ষণ : সেলজুক তুর্কিদের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে পূর্ব রোমান সম্রাট ও পোপকে রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল ইতালির বাণিজ্য সমৃদ্ধ নগরগুলি। বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণেই এই বণিকরা এগিয়ে এসেছিল। কারণ, মুসলমানদের আধিপত্য ইতালির বণিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেছিল। পোপের যেমন দরকার ছিল নৌশক্তির, তেমনি বণিকদের স্বার্থ ছিল নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধি। যার ফলে পরিস্থিতি যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়েছিল।

৩. সামাজিক কারণ

সামন্ততন্ত্র তার চারিত্রিক কারণে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধকে উৎসাহিত করেছিল। সামন্তপ্রভুরা বরাবরই অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়ায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম লেগেই থাকত। এই প্রেক্ষাপটে সামন্তপ্রভুরা নিজেদের প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য ক্রুসেডকে উৎসাহিত করে। তারা আশা করেছিল নতুন অঞ্চল অধিকৃত হলে তাদের এলাকা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি ঐ অঞ্চলের লোককে ভূমিদাস হিসাবে জমিতে নিযুক্ত করা যাবে। ক্রুসেডে সামন্তপ্রভুদের সহযোগিতার বিনিময়ে তাদের ইচ্ছা পূরণের ব্যাপারে পোপ সম্মতি প্রদান করেন।

সামাজিক জীবনে ধর্মীয় উন্মাদনা ঃ সামাজিক ভাবে পোপ সামন্তপ্রভুদের মতো সমাজের অন্যান্য শ্রেণিকেও ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করতে থাকেন। যেমন—ভূমিদাসদের বলা হয়, ধর্মযুদ্ধে অংশ নিলে তাদের আর সামন্তপ্রভুর নির্যাতন ভোগ করতে হবে না। ভবঘুরে ও সমাজ বিরোধীদের বলা হয় ধর্মযুদ্ধে অংশ নিলে তারা

নতুন দেশে সাধারণ নাগরিক হিসাবে সুখে বসবাস করতে পারবে। তাছাড়া ধর্মযুদ্ধে শহিদ হলে স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা দেওয়া হয় সাধারণ মানুষকে।

৪. সাংস্কৃতিক কারণ

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে রোমান ও গ্রিকগণ ছিলেন সভ্যতার ধারক ও বাহক। এজন্য তারা নিজেদেরকে গর্বিত বলে মনে করত। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামের আবির্ভাব ও দ্রুত বিস্তারের ফলে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতার প্রভাব বিনষ্ট হয়। যা খ্রিস্টানরা সহজে মেনে নিতে পারেনি। নবম ও দশম শতকে গ্রিক ও রোমান সাম্রাজ্যে অধিকাংশ স্থান মুসলমানরা অধিকার করে নেওয়ার ফলে ইসলাম বিরোধী এই মনোভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

আধিপত্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই খ্রিস্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। তাদের এই দীর্ঘ সংগ্রামের অন্যতম পরিণতি হল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু স্থানে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের ফলে খ্রিস্টানরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তারা শেষবারের মতো ধর্মযুদ্ধে শামিল হয়েছিল।

প্রত্যক্ষ কারণ ঃ ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে সেলজুক তুর্কিরা জেরুজালেম অধিকার করে খ্রিস্টানদের পবিত্র গির্জার পাশে তৈরি করে একটি মসজিদ। এতে খ্রিস্টানরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এরই প্রতিক্রিয়ায় পোপ দ্বিতীয় আরবান সমগ্র খ্রিস্টান জগৎকে এক ধর্মসভায় আহ্বান জানান। পবিত্রভূমি জেরুজালেম মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই সভা থেকে ধর্ম যুদ্ধের আহ্বান জানানো হয়। ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়, যার পরিণামে প্রায় দুশো বছর ধরে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে চলতে থাকে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

১১.৩.২ ক্রুসেডের ফলাফল বা প্রভাব

পশ্চিমে জীবনযাত্রা ও সমাজের উপর ধর্মযুদ্ধগুলির প্রভাব এত দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক ছিল যে, সেগুলিকে সভ্যতার ইতিহাসে নির্দেশক বলে গণ্য করা যায়। ঐতিহাসিক মেয়ার বলেছেন যে—"পশ্চিম ইউরোপে জনগণের জীবন যাত্রার উপর ধর্মযুদ্ধগুলি পরোক্ষভাবে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তারা সভ্যতার ইতিহাসে মহান নির্দেশক ছিল।"

(১) মঠের উপর প্রভাব : ক্রুসেডের ফলে মঠগুলির সম্পত্তির পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারীরা খুব কম দামে তাদের সম্পত্তি মঠগুলিকে বিক্রি করে দিয়েছিল। লর্ডরা সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তাদের অনেক সম্পত্তি দান করতেন। হাজার হাজার ধর্মযোদ্ধা যারা অসুস্থ অবস্থায় উৎসাহহীনভাবে ফিরে এসেছিল তারা মঠের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং নিজেদের সমস্ত জাগতিক বিষয়

সম্পত্তিকে মঠের উন্নতির জন্য দান করে ছিলেন। এইভাবেই মধ্যযুগীয় মঠগুলির সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(২) রাজনীতির উপর প্রভাব : সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের দুর্বল করে দিয়ে শক্তিশালী রাজতন্ত্র গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বহু অভিজাত যারা ধর্মীয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ফিরে আসেননি তাঁদের সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর অভাবে রাজার হস্তগত হয়েছিল। অনেকে আবার তাদের প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে তাদের ভাগ্যকে নষ্ট করেছিল। এই ভাবে অভিজাতরা সংখ্যায় অনেক কমে গিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কমে গিয়েছিল তাদের সামাজিক প্রভাব। অন্যদিকে রাজার ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(৩) সমাজের উপর প্রভাব : পশ্চিমের জাতিগুলির সামাজিক জীবনের উপর ক্রুসেডের প্রভাব বেশ লক্ষণীয় এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা নিশ্চিত ভাবে শহর, দেশের সাধারণ মানুষের শক্তিকে ত্বরান্বিত করেছিল। ক্রুসেডের সুযোগে ক্রীতদাসরা তাদের দাসত্বের বন্ধনকে ভেঙে ফেলেছিল। শহরের শ্রীবৃদ্ধি ও শিল্পের উন্নতির ফলে অনেকে অতি সহজে ম্যানর থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য অনুযায়ী ক্রুসেড চলাকালীন মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। কারণ, স্বামীদের অনুপস্থিতিতে পারিবারিক তত্ত্বাবধানের ভার বর্তেছিল মহিলাদের উপর। গ্রিক এবং ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীন মেলামেশার ফলে পশ্চিমের জীবন যাত্রার মূল বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল।

(৪) অর্থনীতির উপর প্রভাব : ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী যোদ্ধা এবং রাজপুত্রদের জীবনের বিনিময়ে মধ্যযুগীর শহরগুলি বহু রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে মানুষের হাতে নগদ অর্থের পন্থা থাকায় তারা সামন্তপ্রভুদের একচেটিয়া কেন্দ্রীভূত পুঁজির বদলে স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এ ভাবে অভিজাতদের হাত থেকে ক্ষমতা ধনসম্পদ ক্রমশ হাতছাড়া হওয়ায় শহর ও নগরগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। ধর্মযুদ্ধগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দানের মাধ্যমে শহর ও নগরগুলির উন্নতিতে ত্বরান্বিত করেছিল। ধর্মযুদ্ধ চলেছিল ধর্মযোদ্ধাদের চাহিদা পূরণের জন্য যার ফলশ্রুতিতে ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে ভেনিস, জেনোয়া এবং পিসা বিপুল সম্পদ ও খ্যাতি অর্জন করেছিল।

(৫) ভৌগোলিক পরিবেশের উপর প্রভাব : ধর্মযুদ্ধগুলি বিখ্যাত ভ্রমণকারীদের এশিয়ার নির্জন দেশগুলিতে পাড়ি দিতে উৎসাহিত করেছিল। কলম্বাস ও ভাস্কো-ডা-গামার সফল সমুদ্র যাত্রা ছিল ক্রুসেডের পরোক্ষ ফলাফল। জনগণকে ভ্রমণের প্রতি উৎসাহিত করে ক্রুসেডগুলি সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদের দেওয়াল ভেঙে দিয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক

নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রও উৎসারিত করেছিল। ঐতিহাসিক হেনরি পিরেন বলেছেন যে, ক্রুসেডের ফলে পশ্চিম ইউরোপীয়দের জন্য ভূমধ্যসাগরও উন্মুক্ত হয়েছিল।

(৬) বোধ শক্তির উপর প্রভাব : ক্রুসেড অংশগ্রহণকারী ধর্মযোদ্ধাদের মন থেকে সংকীর্ণতা চিরতরে দূরীভূত হয়েছিল। ক্রুসেডের আগে ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে ভীষণভাবে ঘৃণা করত। কিন্তু ক্রুসেডের শেষ পর্যায়ে এই ঘৃণার পরিমাণ অনেকটাই বিলুপ্ত হয়েছিল। কুসংস্কার ও প্রচলিত প্রথাগুলি এই সকল মানুষকে পরস্পরের কাছে আসতে বাধা দিতে পারেনি। ক্রুসেড ও সামুদ্রিক অভিযানগুলি ইউরোপীয়দের মিথ্যা ধারণাগুলিকে অনেকখানি সমাধান করেছিল। উদারনীতিবাদ পশ্চিমের সংকীর্ণ আঞ্চলিক অসহনশীল ধ্যানধারণার স্থান দখল করেছিল।

(৭) সাহিত্যের উপর প্রভাব : পশ্চিমি সাহিত্যের উপর ক্রুসেডের প্রভাব বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছিল। সাহিত্য রচনার বিভিন্ন উপাদান যেমন বিভিন্ন প্রচলিত প্রথা ধ্যান, ধারণা, বীরের কার্যকলাপ যেগুলি প্রাচ্যদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, যা সমৃদ্ধ করেছিল পশ্চিমি সাহিত্য-সাধনার চর্চাকে। শেক্সপিয়ার ষোড়শ শতকে ভ্রমণকারীদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন, যারা প্রাচ্য দেশ থেকে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য রচনার উপাদান নিয়ে এসেছিলেন।

(৮) বিজ্ঞানে ও স্থাপত্য শিল্পের উপরে প্রভাব : ক্রুসেডগুলি সামরিক বিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। বিশাল আকৃতির দুর্গ ও প্রাসাদের ধরন, অবরোধ করার পদ্ধতি প্রভৃতি ধর্মযোদ্ধারা পূর্ব দিকের দেশ থেকে পশ্চিমে নিয়ে এসেছিলেন। স্থাপত্য শিল্পের উপরও ধর্মযুদ্ধে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পবিত্র সমাধিগুলির নির্মাণ কৌশলকে পশ্চিমি জনগণ অনুকরণ করতে শুরু করেছিল। জেরুজালেমের পবিত্র সমাধির অনুকরণে লন্ডনের The Great Temple Church নির্মাণ করা হয়েছিল।

(৯) ধ্বংস ও রক্তক্ষয় : ক্রুসেড ছিল ধ্বংস ও অবলুপ্তির মূর্ত প্রতীক। ক্রুসেডের ফলে পশ্চিম এশিয়ার বহু এলাকা ও নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এবং শস্য শ্যামলা উৎপাদন ক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত হয়। বহু বিত্তশালী পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা বিপুল ধনসম্পদ ও লক্ষ প্রাণের বিনিময়েও মুসলমানদের কাছ থেকে পবিত্র ভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করতে পারেনি। তাই বলা যায়, ধ্বংস আর রক্তক্ষয় ছিল ক্রুসেডের বিষময় ফল।

(১০) ধর্মযাজকদের ক্ষমতা হ্রাস : ধর্মযাজকদের উগ্র প্ররোচনার ফলে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ক্রুসেডে যোগদান করেছিল। এই ক্রুসেড উপলক্ষ্যে রাজা, সামন্তপ্রভু ও যাজকরা সাধারণ জনগণের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করতে থাকে। ফলে সাধারণ জনগণ এই ধর্মযুদ্ধকে মানবতা বিরোধী বলে বিবেচনা করে। ক্রুসেডে ভয়াবহ ধ্বংস ও রক্তক্ষয়ের ফলে ইউরোপে চার্চ ও পোপ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে।

এভাবে মানুষের মনে পোপের উজ্জ্বল অবস্থান ম্লান হয়ে যায়। এর পাশাপাশি ধর্ম যাজকদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস পায়।

(১১) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন : ক্রুসেডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও ভাবের আদানপ্রদান। দীর্ঘ দুইশত বছর ধরে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এই ভাবের আদান প্রদানের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ইউরোপের নাগরিকদের মধ্যে ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি ও প্রাচ্যের সমরবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। ক্রুসেডের পরবর্তীতে প্রাচ্যের বিভিন্ন ফল ইউরোপের বিভিন্ন অংশে উৎপাদিত হতে শুরু করে।

(১২) শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার : ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কারণ এই যুদ্ধের ফলে ভূমধ্যসাগরে ইউরোপীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রুসেড চলাকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের যে অবনতি ঘটেছিল তা পরবর্তীতে গতিশীল হয়ে ওঠে। এই বাণিজ্যের ফলশ্রুতিতে ইউরোপে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের বিকাশ ঘটে। প্রাচ্য দেশের কাঁচামাল ও খনিজদ্রব্যের সাহায্যে ইউরোপে শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

এইভাবে শুধুমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে উৎসাহ দানের জন্য ক্রুসেডগুলি ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এগুলি একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল। ধর্মযুদ্ধগুলি নতুন যুগের আগমন বার্তা ঘোষণা করেছিল। ঐতিহাসিক মেয়ারের ভাষায় বলা যায়—"পশ্চিম ইউরোপে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে ক্রুসেড সভ্যতার ইতিহাসে এক অসাধারণ দিক চিহ্ন হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল।"

২৯.১ শরিয়ত
Shariat

শরিয়ত-এর অর্থ ঃ শরিয়ত শব্দটির 'শার' (Shar) শব্দ হতে উদ্ভূত। 'শার' অর্থ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী মুসলমানদের অনুসরণীয় পথ। শাব্দিক অর্থে 'শরিয়ত' বলতে বুঝায় অনুসরণীয় পথ; কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় 'কানুন' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'আল্লাহ্ স্বয়ং ইসলামী কানুন বা বিধানের রচয়িতা এবং সে কানুন মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য পথনির্দেশ দান করে। শরিয়ত হচ্ছে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং এর সাহায্যে মানুষ দুনিয়ায় তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এবং নিজেকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে।'

শরিয়তের প্রকারভেদ ঃ শরিয়তের অনুশাসনগুলোকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ধর্মীয় অনুশাসন বলতে বুঝায় ইবাদত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং রাজনৈতিক অনুশাসন বলতে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিষয়াদি বুঝায়। কুরআনের বিধান দু'প্রকারের— একটি সমর্থনজ্ঞাপক, অন্যটি নিষেধাজ্ঞামূলক। শরিয়ত মানব কর্তব্য সম্পর্কে নির্ভুল মতবাদ এবং এতে ইসলামের অনুসারীদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিকের প্রয়োজনীয় নির্দেশ রয়েছে। তাই মুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে শরিয়ত হচ্ছে এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

বিভিন্ন অধিকার ও কর্তব্য ঃ শরিয়ত মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং তার জীবনের চাহিদা পূরণে উপায় ও পন্থা নির্দেশ করে। এতে মুসলমানদের ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় জীবনের মঙ্গলের জন্য নির্দেশ রয়েছে। মুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্য সাধারণত চারভাগে বিভক্ত হয়েছে ঃ ১। আল্লাহর অধিকার, ২। ব্যক্তিগত অধিকার, ৩। অপর মানুষের অধিকার এবং ৪। সকল সৃষ্ট জীবনের অধিকার।

১। আল্লাহর অধিকার ঃ আল্লাহতায়ালার প্রথম ও সর্বপ্রধান অধিকার হচ্ছে যে, মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করবে এবং অপর কাকেও তাঁর সাথে শরীক করবে না। এর সম্বন্ধে কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রথম অংশে তাঁর বলিষ্ঠ ঘোষণা রয়েছে ঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই" (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।

আল্লাহর দ্বিতীয় অধিকার হলো, মানুষ অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর নির্দেশ মানবে এবং তা অনুসরণ করে চলবে। আমাদেরকে সৎপথে চলার জন্য তিনি যেসব পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রতি ঈমানের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর এ অধিকারকে স্বীকৃতি দান করতে পারি।

আল্লাহর তৃতীয় অধিকার হলো, মানুষ তাঁর আদেশ মেনে চলবে। কুরআন ও সুন্নাহর বিধান পালন করে মানুষ তাঁর এ অধিকার মেনে চলতে পারে।

আল্লাহর চতুর্থ অধিকার হলো ইবাদত। নামাজ, রোযা, যাকাত প্রভৃতি কার্যের মাধ্যমে মানুষ তা আদায় করতে থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালার অধিকারসমূহ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ (আরকান) কায়েম করার মাধ্যমে আদায় করা হয় এবং এর জন্য মুসলমানদেরকে কিছুটা ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যাকাত আদায় করতে গিয়ে মুসলমানদের নিজস্ব আয়ের একটি বিশেষ অংশের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং রোযা পালন করতে গিয়ে তাদেরকে পানাহার থেকে সংযত থাকতে হয়।

২। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ঃ শরিয়তের লক্ষ্য হচ্ছে মানবজাতির কল্যাণ সাধন। এ কারণে শরিয়তে প্রতিটি মানুষকে তার নিজের উপর অধিকার নির্দেশ করে দিয়েছে। মানুষের দেহের নিরাপত্তা, ইজ্জতের নিরাপত্তা, উত্তরাধিকারের নিরাপত্তা, আইনসঙ্গত কার্যকলাপের নিরাপত্তা প্রভৃতি মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তর্গত।

৩। অপর মানুষে অধিকার ঃ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনই হলো শরিয়তের উদ্দেশ্য। কাজেই শরিয়ত ব্যক্তির-মানুষের অধিকারের সাথে সাথে অপর মানুষের প্রতি তার কতকগুলো কর্তব্য নির্দেশ করেছে। সমাজ, রাষ্ট্র এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রতিটি মানুষকে সে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে; কিন্তু তা এমনভাবে ভোগ করবে না যাতে অপরের অধিকার ব্যাহত হয়।

ব্যক্তি তার স্বাধীনতা এমনভাবে ভোগ করবে না, যাতে অপরের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। শরিয়ত মানুষকে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করে। ডাকাতি, উৎকোচ গ্রহণ, জালিয়াতি, অসাধু ও প্রতারণা এতে নিষিদ্ধ হয়েছে। কারণ এসব জঘন্য কার্যকলাপের দ্বারা মানুষ অপরের ক্ষতির বিনিময়ে লাভবান হয়। জুয়া, লুটতরাজ, মদ্য পান, ব্যভিচার, অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও সর্বাধিক বাজি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। একচেটিয়া ব্যবসায়, মজুদদারি, চোরাকারবারি এবং অন্যবিধ ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪। সৃষ্ট জীবের অধিকার ঃ মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। দুনিয়াতে আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছুই মানুষের প্রয়োজনে; কিন্তু শুধু সৃষ্ট জগতের ঐশ্বর্যভোগ করেই মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ জীব বলে প্রমাণ করতে পারে না। মানুষের খেদমতের জন্য আরও যেসব সৃষ্টি দুনিয়ায় এসেছে, তাদের প্রতিও মানুষের বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। সুতরাং মানুষকে তাদের প্রতি সঙ্গত আচরণ করতে হবে। তাদের নিকট হতে খেদমত নিতে গিয়ে অযথা তাদের আঘাত করা বা অনিষ্ট করা মানুষের অন্যায়। বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতীত পাখি ধরা ও তাদেরকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করা নিষিদ্ধ। অপ্রয়োজনে বৃক্ষাদি কর্তন ইসলাম অনুমোদন করে না। মানুষ এদের ফল ভোগ করতে পারে; কিন্তু এদেরকে বিনষ্ট করার অধিকার তার নেই।

১২.১.১ উম্মা বা উম্মত

৬১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ রমজান হিরা গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন মহানবীর কাছে স্বর্গীয় দূত (ফেরেশতা) জিব্রাইল (আঃ) মারফত কোরান শরিফ অবতীর্ণ হয়। এর পরবর্তী ২৩ বছর ধরে কোরানের বিভিন্ন আয়াত বা ঐশীবাণী প্রেরিত হয়, যার সংকলন পবিত্র কোরান শরিফ নামে খ্যাত। কোরান অবতীর্ণ হওয়ার কিছুদিন পরে হজরত মুহম্মদের কাছে নির্দেশ প্রেরিত হয়—"হে আমার রসুল, তোমাকে তোমার প্রভু যা দান করেছেন, তা প্রচার কর।" নবুয়ত প্রাপ্তির পর হজরত মুহম্মদ (সঃ) বিপথগামী মক্কাবাসীদের কাছে ইসলামের প্রচার শুরু করলেন। তিনি বললেন—"আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টিকর্তা। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তা আবার ফিরিয়ে নেন। তাঁর মতো আর কেউ নেই।" তাঁর বাণী শুনে যাঁরা তাঁর অনুসারী শিষ্যে পরিণত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন তাদেরকে বলা হয় উম্মত বা উম্মা।

সর্বপ্রথম হজরত মুহম্মদের স্ত্রী বিবি খাদিজা ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর উম্মায় পরিণত হন। এরপর একে একে আবু বকর, আলি ও যায়েদসহ কুড়িজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। পরবর্তীতে সাদ বিন আবি, হজরত ওসমান, তালহা, আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবু ওবাইদা এবং ক্রীতদাস বেলাল ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হন। এর তিন বছর পরে ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে হজরত মুহম্মদ প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ পেলেন আল্লাহ পাকের (ঈশ্বর) কাছ থেকে। এরপর তিনি কোরায়েশ গোষ্ঠীকে সাফা পাহাড়ের কাছে সমবেত করে বললেন যে, "আমি আপনাদের কঠিন শাস্তির সতর্ককারী, আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন সকল আত্মীয় স্বজনদের সতর্ক করি।" আমি শুধু বলতে চাই—"আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।"

এই ঘটনার পর মুহম্মদ আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকলকে ইসলাম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। পরবর্তী চার বছরে মক্কার বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করায় নবদীক্ষিতদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পর্বে মক্কার কোরায়েশগণ হজরত মুহম্মদের তীব্র